ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ

web site: www.dcgpsc.edu.bd
e-mail: dcgpsc2005@gmail.com

প্রসপেক্টাস

শৃঙ্খলা | সততা | জ্ঞান | দক্ষতা | মানবতা | সেবা

স্কুল পরিচিতিঃ

নারীশিক্ষাকে গতিশীল করে নারীসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার সেনানিবাসে সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশে ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রথমে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন লেঃ কর্নেল মোঃ জাহিদ হোসেন (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদায় অবসরপ্রাপ্ত)। বর্তমানে এ কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত আছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ-সালমা বেগম এবং পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসাবে আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান, পিএসসি, টিই।

অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ শিক্ষকমন্ডলীর নিরলস ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় অত্যন্ত স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠানটি দেশের সেরা বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমেও যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জামসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক বিকাশের জন্য এখানে নিয়মিত শরীরচর্চা ক্লাসসহ বছরে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, কুইজ ও ইনডোর গেমসের আয়োজন করা হয়ে থাকে। জাতীয় উন্নয়নে নারীসমাজের অংশগ্রহণ ও যথাযথ ভূমিকা পালনে শিক্ষার্থীদের দৃঢ় মানসিকতা গঠনই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহঃ

১। নারীশিক্ষাকে গতিশীল করে নারীকে সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীসম্পদে পরিণত করা।

২। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, শৃঙ্খলা, জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, মানবতাবোধ ও সেবায় উদ্বুদ্ধ করা।

৩। সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও শিক্ষার্থীদের প্রত্যয়দীপ্ত জীবন মান বিকাশের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্বদানের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

৪। মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা।

৫। সম্প্রীতিবোধে উজ্জীবিত হয়ে বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ার সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা।

ভর্তির নিয়মাবলীঃ

স্কুলঃ

প্রতি বছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে বাংলা ভার্সন নার্সারী থেকে ৯ম শ্রেণি এবং ইংরেজি ভার্সন নার্সারী থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রী ভর্তি করা হয়। নার্সারী শ্রেণির বাংলা ভার্সনে তিনটি শাখায়, ইংরেজি ভার্সনে একটি শাখায় ছাত্রী ভর্তি করা হয়। আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এর পর যোগ্য আবেদনকারীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির জন্য যোগ্য ছাত্রী নির্বাচন করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ছবি, সকল ফি প্রদান করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি হতে হয়। নার্সারী শ্রেণির ভর্তি নির্বাচন প্রক্রিয়া অভিভাবকদের অংশগ্রণে উম্মুক্ত লটারীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা পদ্ধতিঃ

প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম, নির্দেশ ও পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পাঠদান সকল স্তরে জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়।

এখানে বাংলা ও ইংরেজি দুটি মাধ্যমেই পাঠদান করা হয়। ২০০৮ সালে প্রথম ইংরেজি মাধ্যম চালু করা হয়।

ল্যাবরেটরিঃ

১। পদার্থ ল্যাব

২। রসায়ন ল্যাব

৩। জীববিজ্ঞান ল্যাব

৪। ICT/কম্পিউটার ল্যাব

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ল্যাব আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। প্রতিটি ল্যাবে রয়েছে একজন করে দক্ষ প্রদর্শক যিনি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাশ নিয়ে থাকেন। কম্পিউটার ল্যাবটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক ভাবে সজ্জিত। এখানে ৩০টি কম্পিউটার আছে। একজন প্রদর্শক দ্বারা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিষয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়াও ইন্টারনেট ও ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রঃ

এই প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত আধুনিক মানের সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার আছে, যার নামকরণ করা হয়েছে-প্রয়াত অধ্যক্ষের নামানুসারে "লে: কর্নেল জায়েদ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার"। এ গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় বই কার্ডের মাধ্যমে ইস্যু করে বাসায় নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা গ্রন্থাগার গুলোর সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

তথ্যকেন্দ্রঃ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে একটি তথ্যকেন্দ্র, এখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সকল তথ্য জমা থাকে। কলেজের অনুপস্থিতি, বিভিন্ন নোটিশ এবং ফলাফলসহ যেকোন তথ্য অভিভাবকদের কাছে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে পৌঁছে দেয় এই তথ্যকেন্দ্র।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

স্কুল শাখাঃ

স্কুল শাখা প্রি প্রাইমারী, প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভক্ত। প্রি প্রাইমারী শাখায় নার্সারী ও কেজি শ্রেণিতে শ্রেণিমূল্যায়ণের (Class Assesment) মাধ্যমে পাঠ মূল্যায়ণ করা হয়। ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষার পূর্বে ১টি এবং বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে ১টি শ্রেণি অভীক্ষা (৩০ নম্বরের) গ্রহণ করা হবে। শ্রেণি অভীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর ও বার্ষিক পরীক্ষাদ্বয়ের প্রাপ্ত গড় নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ণয় করা হবে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য ৫ম শ্রেণির প্রাথমিক সমাপনী, ৮ম শ্রেণির জুনিয়র সমাপনী ও এস.এস.সি পরীক্ষাদের বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা, একাধিক মডেল টেস্ট ও অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রীদের বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা হয়।

- **অভিভাবক মতবিনিময় সভাঃ** প্রত্যেক পরীক্ষার পর অধ্যক্ষের সাথে অভিভাবকদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য সভাটি অধিক গুরুত্ব বহন করে। অভিভাবকদের পরামর্শ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়।

পোষাকের বিবরণ

গ্রীষ্মকালঃ	শীতকালঃ	পোষাকের নমুনা
নার্সারী থেকে তৃতীয় শ্রেণি ❖ আকাশী নীল ফ্রক ❖ সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা ❖ চুলে সাদা ফিতা **শরীর চর্চা পোশাক** ❖ সাদা ফ্রক ❖ সাদা কেডস্ ও সাদা পোশাক **৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণি** ❖ আকাশী নীল কামিজ ❖ নীল বেল্ট সাদা ওড়না ❖ সাদা পায়জামা ❖ সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা ❖ কালো অক্সফোর্ড সু এবং কালো মোজা (১০ম শ্রেণি) **শরীর চর্চা পোশাক** ❖ সাদা কামিজ সাদা বেল্ট ❖ **সাদা ওড়না** ❖ **সাদা পায়জামা** ❖ কালো অক্সফোর্ড সু এবং কালো মোজা (১০ম শ্রেণি)	**নার্সারী থেকে তৃতীয় শ্রেণি** ❖ নেভী ব্লু কার্ডিগান ❖ আকাশী নীল ফ্রক ❖ সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা ❖ চুলে সাদা ফিতা **৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণি** ❖ নেভী ব্লু কার্ডিগান ❖ সাদা কামিজ ❖ সাদা বেল্ট, সাদা ওড়না ❖ সাদা পায়জামা ❖ সাদা কেডস্ ও সাদা মোজা	 সালোয়ার কামিজ 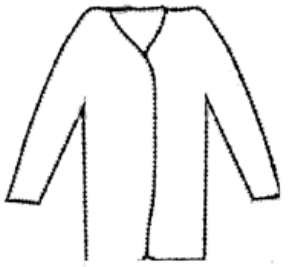 কলার ছাড়া কার্ডিগান সাদা সালোয়ার ফ্রক

প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলঃ

২০১৭ সালের এস এস সি পরীক্ষার ফলাফলের বিবরণঃ

ক্র/নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	শাখা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	এ(+)	এ	এ(-)	বি	সি	ডি	ফেল	পাশের হার	মন্তব্য
০১	ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ	বিজ্ঞান	১১৬	১০৩	১৩	---	--	---	---	---	১০০%	
		ব্যব.শিক্ষা	৩৭	১০	২৭	---	--	--	--	---	১০০%	
	মোট =		১৫৩	১১৩	৪০	---	--	--	---	---	১০০%	

২০১৬ সালের জেএসসি পরীক্ষার ফলাফলের বিবরণঃ

ক্র/নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্যের সংখ্যা	এ(+)	এ	এ(-)	বি	সি	ডি	ফেল	পাশের হার	মন্তব্য
০১	ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ	১৫৪	১৫৪	১৪১	১৩	---	---	---	---	---	১০০%	

২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের বিবরণঃ

ক্র/নং	প্রতিষ্ঠানের নাম		পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্যের সংখ্যা	এ(+)	এ	এ(-)	বি	সি	ডি	ফেল	পাশের হার	মন্তব্য
০১	ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ	বাংলা	১৩৮	১৩৮	১২৫	১৩	---	---	---	---	---	১০০%	
		ইংরেজি	৩০	৩০	২৭	০৩	---	---	---	---	---	১০০%	

ছাত্রী বেতন কাঠামো ও সেশন চার্জ নিম্নরূপ

বাংলা মাধ্যম-স্কুল							
ক্র.নং	শ্রেণী	সামরিক/প্রতিরক্ষা		সামরিক অবসর		বেসামরিক	
		বেতন	সেশন চার্জ	বেতন	সেশন চার্জ	বেতন	সেশন চার্জ
১	নার্সারী- কেজি	১০০০	৯১৫০	১৪৭৫	১০২৪৫	২১০০	১১২৭৫
২	১ম-৪র্থ	৮৫০	৯২৭৫	১৩২৫	১০৩৭০	১৮২৫	১১৪০০
৩	৫ম-৮ম	১০০০	৯৮৭৫	১৫৫০	১০৯৭০	২১৭৫	১২০০০
৪	৯ম-১০ম	১১০০	৯৯৫০	১৬০০	১১০৪৫	২২৫০	১২০৭৫

অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফি	
১ম-৪র্থ	৬০০/-
৫ম-১০ম	৭৫০/-

সহ শিক্ষা কার্যক্রমঃ

শিক্ষার্থীদের সুন্দর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সকল শিক্ষার্থীকে চারজন মহিয়সী নারীর নামে চারটি হাউসে বিভক্ত করে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ও উদ্যোগে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

যেমন: বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ ও বই পড়া প্রতিযোগিতা, বাস্কেটবল খেলা ইত্যাদি। হাউসগুলি নিম্নরূপ-

- ❖ বেগম রোকেয়া হাউস
- ❖ সুফিয়া কামাল হাউস
- ❖ বীর প্রতীক তারামন বিবি হাউস
- ❖ শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হাউস

★ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও বৃটিশ কাউন্সিল পরিচালিত 'বই পড়া প্রতিযোগিতা' (Reading Competition) কর্মসুচিতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহন করে এবং প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়ে থাকে।

★ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ম্যাগাজিন, দেয়াল পত্রিকা, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ রয়েছে।

★ নিজস্ব খেলার মাঠ ও বাস্কেটবল মাঠে ক্রীড়া শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল খেলা ও বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

★ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়।

★ শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষাসফরের ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়াও সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে অনুশীলন করানো হয়। ক্লাবের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলোঃ

ক্লাব সমূহঃ

১। ডিবেটিং ক্লাবঃ
ক। বাংলা খ। ইংরেজি
২। বিজ্ঞান ক্লাব
৩। সাধারণ জ্ঞান ক্লাব
৪। নাচ
৫। আবৃত্তি (বাংলা ও ইংরেজি)
৬। ক্বেরাত, হামদ্ ও নাত
৭। গান
৮। বিএনসিসি
৯। নাটক
১০। অভিনয়
১১। গার্ল গাইড
১২। ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

সুবিধা সমূহঃ

বাস সার্ভিস ঃ যেসব স্থান থেকে বাসে ছাত্রীদের সংগ্রহ করা হয়: এয়ারপোর্ট. জাহাঙ্গীর গেইট, কচুক্ষেত, মিরপুর ১৩, ১৪, ২, ১০, ১১, ১২, কালশী, ইসিবি।

অডিটোরিয়ামঃ এ প্রতিষ্ঠানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম আছে।

মাল্টিপারপাস হলঃ একটি মাল্টিপারপাস হলে আছে যেখানে বহুমুখী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলাঃ

শুধুমাত্র ভালো ফলাফল নয়, একজন শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে নিজস্ব আচরণবিধি ও

নির্দেশাবলী-

১। প্রতিদিন ৭টা ৩০মিনিটের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হতে হয়।

২। সপ্তাহে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার দৈনিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের দিন ছাত্রীদের ৭টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে অবশ্যই

সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হতে হয়।

৩। সকল ছাত্রীকে পরিচয় পত্র গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

৪। কলেজ চলাকালীন সময়ে টিফিন পিরিয়ড ব্যতীত অন্য কোন সময় কোন ছাত্রী শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেতে/ঘোরাফেরা করতে পারবে না।

৫। শ্রেণিকক্ষের ময়লা-আবর্জনা, টিফিনের বর্জ্য ইত্যাদি যত্রতত্র না ফেলে সংরক্ষিত ঝুড়িতে ফেলতে হবে।

৬। বহিরাগত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কোন ছাত্রী কলেজে প্রবেশ করতে পারে না।

৭। টিফিন পিরিয়ডের পর ওয়ার্নিং বেল বাজার সাথে সাথে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে হয়।

৮। কলেজের সম্পদ কেউ নষ্ট করবে না, কোন সম্পদ নষ্ট হতে দেখলে বাঁধা দেবে এবং কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

৯। নিয়মিত পড়া শিখে আসতে হয় এবং বাড়ির কাজ করে আনতে হবে।

১০। পরিস্কার কলেজ ড্রেস পরিধান করতে হবে। সুদৃশ্য ওয়াটার পট ব্যবহার করতে হবে। স্টীলের স্কেল আনা যাবে না।

১১। ছাত্রীরা বোরখা ব্যবহার করলে সাদা বোরখা ও সাদা স্কার্ফ ব্যবহার করতে হবে। চুল রঙ করা যাবে না এবং চুলে সাদা/ কালো ব্যান্ড দিয়ে দুইটি বেনী করতে হবে।

১২। ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার কিংবা বহন করা যাবে না।

১৩। কোন ছাত্রী একই ক্লাশে দুবার অকৃতকার্য হলে তাকে টিসি দেওয়া হয়।

১৪। প্রত্যেক ছাত্রীকে প্রতিটি টার্ম পরীক্ষার পূর্বে মোট শ্রেণি কার্যদিবসের ৯০% দিবস অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হয় নতুবা অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক এবং প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।

১৫। প্রত্যেক ছাত্রীকে নিয়মিত ডায়রি ব্যবহার করতে হয়।

১৬। কলেজ ক্যাম্পাসের ব্যাংক কাউন্টারে (সরকারি ছুটির দিন ছাড়া) বেতন জমা দিতে হবে। অভিভাবকগণও বেতন জমা দিতে পারবেন।

১৭। অভিভাবক দিবসে অভিভাবকদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

১৮। সুনির্দিষ্ট কারণ বা অনমুতি ছাড়া অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ।

১৯। উল্লিখিত আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশগুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

২০। কোন ছাত্রী শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করলে তাকে বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

একজন ছাত্রীর করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়গুলি

করণীয় (যা করা উচিৎ)

১। সত্য কথা বলা।
২। নিয়মিত পড়াশুনা করা।
৩। নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন করা।
৪। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রম্য রচনা পড়া।
৫। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়া।
৬। নিয়মিত ইংরেজি ভাষা চর্চা করা।
৭। নিয়মিত খেলাধূলা করা।
৮। নিয়মিত প্রাণ খুলে হাসা।
৯। গান, কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা, নাচ ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করা।
১০। বাসায় মাঝেমধ্যে বাবা-মার কাজে সহায়তা করা।
১১। মাঝেমধ্যে বাগান করা।
১২। বাসায় কাজের ছেলেকে/মেয়েকে পড়ানো এবং নিজ ভাইবোনের মত ব্যবহার করা।
১৩। কোন অনৈতিক কাজ না করা।
১৪। প্রতিদিন ধর্মীয় অনুশাষণ মেনে চলা/ নামাজ পড়া/ আল্লাহকে স্মরণ/ শুকরিয়া আদায়/ কৃতজ্ঞতা জানানো।
১৫। সপ্তাহে একদিন অন্তত একজন মহামানবের জীবনী পড়া এবং তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মকান্ড নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা।
১৬। সপ্তাহে একদিন গরিব দুখীদের জন্য কিছু একটা করাঃ
   ক। লেখাপড়া শেখানো।
   খ। সঞ্চিত অর্থ দান করা।
১৭। নিজের স্কুল/বাড়িকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
১৮। বিনয়ী/ভদ্র/আলাপী/শ্রদ্ধাশীল স্নেহশীল এবং পরোপকারী হওয়া।
১৯। বাবা-মাকে অনেক অনেক আদর করা।
২০। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।
২১। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্রাম নেওয়া।
২২। প্রতিদিন অবসর/বিশ্রামের সময় থাকা।
২৩। প্রতিদিন শাক-সবজী, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া।

বর্জনীয় (যা করা উচিৎ নয়)

১। সারাদিন শুধু পড়াশুনা করা।
২। পরনিন্দা/ পরচর্চা করা।
৩। ক্রোধ, হিংসা বিদ্বেষ করা।
৪। বেশি ঘুমানো।
৫। বেশি কথা বলা।
৬। গরিবদের ঘৃণা করা।
৭। কাজের লোকের প্রতি দূর্ব্যবহার করা।
৮। বাবা-মাকে কষ্ট দেয়া।
৯। ফাস্টফুড আইস্ক্রিম/ কোক বেশি খাওয়া।
১০। মোবাইলে বন্ধুত্ব করা।
১১। প্রেম ভালবাসা করা।
১২। গভীর রাত জাগা।